ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০১৮ এপ্রিল-জুন ● বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৫

পিকেএসএফ

ভেতরের পাতায়

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন	০২
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ	০২
পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের দিল্লী সফর	০২
AUW-এর বৃত্তি	০২
তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৮ প্রদান	০৩
পুস্তক প্রকাশনা উৎসব	০৩
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	০৩
LIFT কর্মসূচি	০৪
সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত	০৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	০৫
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	০৬
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	০৬
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	০৭
গবেষণা বিভাগ: বেদে জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার	০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	০৮
PACE প্রকল্প	১০
প্রদর্শনী ও বিক্রয় ভবনের মাটি খনন কাজ শুরু	১০
খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ – উজ্জীবিত প্রকল্প	১১
SEIP প্রকল্প	১১
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) -এর চুক্তি স্বাক্ষর	১২
ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্প	১২
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
‘বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই’	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩
৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ মঞ্চ-এর আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশ সরকারের প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে দেশে প্রবীণদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সমন্বয়ে **বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ মঞ্চ** গঠিত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর নেতৃত্বে গঠিত এই মঞ্চ প্রবীণদের জন্য প্রদেয় বিভিন্ন পরিষেবাকে আরো ফলপ্রসূ করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে টেকসইকরণ ও একটি প্রবীণবান্ধব সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত ১৪ মে ২০১৮ তারিখে আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ মিলনায়তনে এই মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং প্রবীণ কল্যাণে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

প্রবীণদের প্রজ্ঞা থেকে আজকের তরুণরা ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা পেতে পারে মন্তব্য করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, দেশের চলমান উন্নয়নের ধারায় অবশ্যই প্রবীণদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, নইলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর প্রবীণ বিষয়ক কার্যক্রমের আদলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব বলেন, ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রবীণদের সম্পৃক্ত করলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলে মন্তব্য করেন জনাব ফয়েজ আহম্মদ।

পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ এবং পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩-এর আলোকে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ‘বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ মঞ্চ’ প্রবীণ কল্যাণে একটি মডেল সংগঠন হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ মঞ্চের প্রস্তাবিত উপদেষ্টা কমিটি, কার্যনির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পর্ষদ ঘোষণা করেন। কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ পরিচালিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব রাবেয়া সুলতানা, কান্ট্রি ডিরেক্টর, হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন জনাব আবুল হাসিব খান, নির্বাহী পরিচালক, **রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)** এবং জনাব মনোয়ারা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, **প্রত্যাশী**। পিকেএসএফ-এর প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ১০০টি ইউনিয়নের প্রবীণ প্রতিনিধি, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ও দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সম্প্রতি ৭৮ বছরে পা দিয়েছেন। এ উপলক্ষে, গত ১২ জুন ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সভায় ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এই সমাজ সংস্কারক অর্থনীতিবিদকে। অনুষ্ঠানে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব রাশেদা কে চৌধুরী, ব্র্যাক-এর ভাইস চেয়ারপার্সন ড. আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরীসহ তাঁর প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও পিকেএসএফ পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ১২-১৩ জুন ২০১৮ তারিখে তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালাম-এ হেল্প এজ ইন্টারন্যাশনাল, ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ও চার্চ অব সুইডেন কর্তৃক আয়োজিত South-South Learning and Knowledge Exchange on Strengthening Social Accountability in Social Protection শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি **Uplifting the Quality of the Lives of the Elderly People: PKSF Experience** শিরোনামে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের দিল্লী সফর

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ গত ২০-২১ জুন ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত Bangladesh's Attainment of LDC Graduation শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ভারতের নয়াদিল্লী সফর করেন। ২০ জুন তারিখে তিনি Bangladesh's Graduation from LDC: New Frontiers and Horizons for India-Bangladesh Economic Engagement শীর্ষক সেমিনারে 'Recent Achievements of Bangladesh in Poverty Alleviation' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি ২১ জুন ২০১৮ তারিখে Political Economy of Bangladesh: Implications for India-Bangladesh Relations শীর্ষক সেমিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

AUW-এর বৃত্তি

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্প্রতি Asian University for Women (AUW) পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমভুক্ত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী কন্যা সন্তানদের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে।

২০১৮ 'ফল' সেমিস্টারে ভর্তির জন্য মোট ৩৭ জন শিক্ষার্থী আবেদন করে, যাদের মধ্যে ৩ জন ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ বৃত্তি নিয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে। তাদের ভর্তির বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লেখ্য, ক্যামব্রিজভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা AUW Support Foundation কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ১৫টি দেশের প্রায় ৭০০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন
পিকেএসএফ

AUW

তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৮ প্রদান

গত ২৪ মে ২০১৮ তারিখ পিকেএসএফ মিলনায়তনে 'তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৮ প্রদান' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে **জাতীয় তামাক বিরোধী প্ল্যাটফর্ম**। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিক, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আব্দুল মালিক এবং সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ও জাতীয় তামাক বিরোধী প্ল্যাটফর্ম-এর আহ্বায়ক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহছানিয়া মিশনকে 'প্রতিষ্ঠান' ও ডাঃ মোঃ মোস্তাফা জামানকে 'প্রকাশনা/গবেষণা' শ্রেণিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৮ প্রদান করা হয়।

দেশে প্রতি বছর দেড় লক্ষ লোক তামাকজনিত কারণে মারা যায় উল্লেখ করে প্রধান অতিথি জনাব জাহিদ মালেক বলেন, বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে তামাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আব্দুল মালিক বলেন, চলমান অর্থনৈতিক অর্জন ধরে রাখতে হলে দেশকে তামাক নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, তামাকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি– এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় তামাক বিরোধী প্ল্যাটফর্ম। স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-০৩ অর্জন অর্থাৎ বাংলাদেশের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করার জন্য তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

পুস্তক প্রকাশনা উৎসব

১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ও প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ রচিত Socio-Economics of Bangladesh through the Decades শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব পিকেএসএফ

মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি, এবং সভাপতিত্ব করেন সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইদুজ্জামান। প্রকাশিত গ্রন্থের ওপর আলোচনা করেন পিকেএসএফ-এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাজমা বেগম।

গ্রন্থটি মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিবর্তন, বিদেশী সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা, দেশীয় অর্থনীতিতে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতাসংস্থার প্রভাব ও ফলাফল, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের প্রশ্নবিদ্ধ কার্যকারিতা, ২০০৯-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে চার দশক ধরে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ভাষণের একটি অসাধারণ সঙ্কলন।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

প্রকল্প প্রস্তাবনায় এনডিএ-র অনাপত্তিপত্র প্রদান: পিকেএসএফ-এর দু'টি প্রকল্প প্রস্তাবনায় অনাপত্তিপত্র প্রদান করেছে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর বাংলাদেশে ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি (এনডিএ)। গত ১২ জুন ২০১৮ তারিখে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের এনইসি অডিটোরিয়ামে এনডিএ অ্যাডভাইজরি কমিটির এক সভায় এই অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (ইসিসিসিপি)' ও 'বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় কমিউনিটি বেইজড অভিযোজন' শীর্ষক প্রকল্প দু'টির প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ।

কর্মশালায় অংশগ্রহণ: ১৩–১৫ মে ২০১৮ তারিখে ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার এনডিএ এবং ডিএই-এর অংশগ্রহণে 'ন্যাশনাল এক্সপেরিয়েন্স অব অ্যাকসেসিং এন্ড প্রোগ্রামিং রিসোর্সেস ফ্রম দি গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড ইন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

LIFT কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০০৬ সাল থেকে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মসূচিভুক্ত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র এবং দরিদ্রবান্ধব আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। LIFT কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৬১টি সৃজনশীল উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, যেগুলো ৬১টি সহযোগী সংস্থা এবং ১৮টি বহিঃসংস্থা/ব্যক্তি উদ্যোক্তার মাধ্যমে ৪৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম: এই কর্মসূচির মাধ্যমে চরাঞ্চল, হাওরসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকার অতিদরিদ্র, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর সদস্যদের বিশেষায়িত আর্থিক পরিষেবার আওতায় আনা হচ্ছে। দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বেদে, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, নির্যাতনের শিকার কিশোরী ও নারীদের জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে LIFT কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সুপেয় পানি সরবরাহ: LIFT-এর আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক সরবরাহের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কর্মশালা: কর্মসূচির আওতাভুক্ত উদ্যোগসমূহের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গতিশীল ও আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিগত ১৪ মে ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এ **রপ্তানিযোগ্য মৎস্য উপখাত হিসেবে কুঁচিয়া চাষের সম্ভাবনা ও করণীয়** শীর্ষক কারিগরি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় ২১টি সহযোগী সংস্থার ৪২ জন কর্মকর্তা এবং পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৫ মে ২০১৮ কর্মসূচির আওতায় **Goat Hub প্রতিষ্ঠা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়** শীর্ষক আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০টি সহযোগী সংস্থার ৪৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় খামারী পর্যায়ে ছাগল পালনের বিভিন্ন বিজনেস মডেল, টেকসই ভিত্তিতে গোট হাব প্রতিষ্ঠার কৌশল এবং ছাগল পালনের অত্যাবশ্যকীয় কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মাঠ পর্যায়ে বিশেষ কার্যক্রম: মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় উন্নত হাইব্রিড জাতের টার্কির একটি প্যারেন্ট স্টক খামার পরিচালনা করছে সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**। অধিক ওজন বিশিষ্ট এ জাতীয় টার্কির উর্বর ডিম উৎপাদনে সফলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্যারেন্টস্টক খামারটিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। গত ২৭ মে ২০১৮ তারিখে ২৬টি সহযোগী সংস্থার ৫২ জন প্রতিনিধি সেখানে এ প্রযুক্তির ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর ৭ম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউণ্ডেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। ফাউণ্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য মিজ পারভীন মাহমুদ, মিজ নাজনীন সুলতানা, ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর শফি আহমেদ, রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, জনাব নাজির আহমেদ খান, বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী, ড. নাজনীন আহমেদ, জনাব মহসিন আলী, ড. রমণীমোহন দেবনাথ, মিজ মনোয়ারা বেগম, ড. নিয়াজ আহমেদ খান, মিজ বুলবুল মহলানবীশ, জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ এবং ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ, দু'জন পরিচালক এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এর আগে, পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ও দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর ৭৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পর্ষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়।

পর্ষদ সদস্যবৃন্দ বলেন, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ 'পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা এবং পিছিয়েরাখা' মানুষদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে মহান ব্রত তিনি প্রচার করছেন, তা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে টেকসই উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে উচ্চারিত হচ্ছে।

চেয়ারম্যান মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বৈচিত্র্যময় এবং বহুমুখী কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র নিয়ে পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিটি বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

- চলতি বছরের ২-২৩ এপ্রিল আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৭টি ব্যাচে মোট ৩৪৯ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নেন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।
- ১৫৩টি ইউনিয়নে মোট ৭০ হাজার যুবক 'উন্নয়নে যুব সমাজ' কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছেন। নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি ইউনিয়নে ৫৩ জন কর্মকর্তাকে গত ২৩-২৪ মে দুই দিনব্যাপী ToT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম কম্পিউটারাইজেশন

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-এর ল্যাবরেটরিতে CMED Health Ltd. ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করার জন্য ১৪ জুন ২০১৮ তারিখে CMED Health ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অর্থ সহায়তা

- গত এপ্রিল মাসে 'প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি**-কে ১০.৭১ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।
- বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের বাড়িতে স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর 'আর্থ-সামাজিক ও মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম'-এর আওতায় **টিএমএসএস**-কে ২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর মধ্যে Reaching All Children in Education (RACE) বা 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে চৌধুরী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ৩য়-৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুদেরকে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রেখে কর্মমুখী ও আনন্দদায়ক শিক্ষা প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা: এপ্রিল-জুন ২০১৮ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে ৭৫,৬৬১টি স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি এবং ১২,৫৮৪টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ২,৯৫৯টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও ১৩১টি স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা: ২০০টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,৩৭৫টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৫৫,০১৪ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ: এপ্রিল-জুন ২০১৮ প্রান্তিকে ১৭০টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ৭৫টি খানায় সোলার হোম-সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি: এ পর্যন্ত মোট ১,২৬০টি সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও ১৩৫টি সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: কর্মসূচির আওতায় এপ্রিল-জুন ২০১৮ প্রান্তিকে ১৪০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম: এই প্রান্তিকে সমৃদ্ধিকেন্দ্রের সঙ্গে ৩২০টি ল্যাট্রিন ও ৫১৫টি গভীর অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ৬,৭০০টি পরিবারভিত্তিক স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয়: এপ্রিল-জুন ২০১৮ প্রান্তিকে ১৬৫ জন সদস্য ১২,৩৪,৭০০ টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। বিশেষ সঞ্চয়ের মেয়াদ পূর্ণকারী ১৯৩ জন সদস্যকে ২৪,৭৮,৭৯৬ টাকা অনুদান ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ বিতরণ: তিন ধরনের ঋণখাতে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১৭১.৭০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা হতে অংশগ্রহণকারী পর্যায়ে জুন ২০১৮ মাসে ২১.৩ কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত তিনটি খাতে মোট ৯২৬.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু, কিশোর ও তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ **সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি** ৬০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়ন করছে।

কিশোর-কিশোরী সম্মেলন: জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮' উপলক্ষে সারাদেশের প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থী উপজেলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে জেলা সম্মেলনের কাজ চলছে। প্রতিটি জেলা হতে ১০ জন নির্বাচিত কিশোর-কিশোরীকে জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে। ৬৪টি জেলা এবং বৃহৎ বিভাগীয় শহর হতে নির্বাচিত মোট ৭০০ জন এই সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে অংশগ্রহণ করবে।

যৌন নির্যাতন রোধ এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম: কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মএলাকাভুক্ত একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় যৌন নির্যাতন রোধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণসহ পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম: বিগত ত্রৈমাসিকে সারাদেশে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও বিষয়ভিত্তিক ৩৬০টি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে টেবিল টেনিস, ফুটবল, কিশোরী ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, দাবা, হা-ডু-ডু, সাঁতার, দৌড়, বস্তা দৌড়, বিস্কুট দৌড়, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই, চেয়ার খেলা, বালিশ খেলা, কুস্তি, লাঠিখেলা, গরুর গাড়ি প্রতিযোগিতা, নৌকাবাইচ, কেরাম, মিনি ম্যারাথন, সাইক্লিংসহ প্রায় ৪০০টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে রাজবাড়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বর্ষামঙ্গল ও গুণীজন সম্মাননার আয়োজন করে। এতে ৪টি উপজেলার ১২ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে দিনাজপুর সদর উপজেলার পরজপুর ফাসিলা ডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

২৮ জুন ২০১৮ তারিখে **এসকেএস ফাউন্ডেশন** গাইবান্ধায় 'যৌন হয়রানিকে না বলি' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মিনি ম্যারাথন আয়োজন করে। জেলা রোভার স্কাউটসের শতাধিক সদস্যের অংশগ্রহণে মিনি ম্যারাথনটি শহরের পুলবন্দী থেকে শুরু করে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ ঘুরে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের বালাসী ঘাটে গিয়ে শেষ হয়।

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা বিগত ২৪ জুন ২০১৮ তারিখে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার গঙ্গাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নবীন-প্রবীণ মেলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮৯ জন শিক্ষার্থী ও ৩০ জন প্রবীণ অংশগ্রহণ করে।

১২ জুন ২০১৮ তারিখে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার স্বনামধন্য আকিজ কলিজিয়েট স্কুলে বাবা দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে বাবার কাছে চিঠি ও গল্প লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে **আরআরএফ**।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন বিগত ১০ জুন ২০১৮ তারিখে যশোরে শিশু-কিশোর সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় শহরের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

পিকেএসএফ **সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট**-এর মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতাভুক্ত ইউনিয়নসমূহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় গত ১১ মে ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখলে এক অভিভাবক সমাবেশ এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ জুন ২০১৮ তারিখে **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমান্ত ইউনিয়নের জীবননগর পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় চত্বরে বাল্যবিবাহ, ভুয়া জন্মসনদ, শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এক গণসমাবেশ আয়োজন করা হয়।

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিগত ২৭ জুন ২০১৮ তারিখে নেত্রকোণা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এক অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে। একই তারিখে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার দেবীডুবা ইউনিয়নে **আরডিআরএস বাংলাদেশ**-এর আয়োজনে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলার ২০টি ইউনিয়নে ৩১ মে ২০১৮ তারিখে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৫৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩৭টি জেলার মোট ৭৮টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংস্থাগুলো বর্তমানে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে মোট ১.৫ লক্ষ প্রবীণকে নিয়ে কাজ করছে। মার্চ ২০১৮ হতে নতুন ২২টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে যা নিয়ে বর্তমানে ১০০টি ইউনিয়ন এই কর্মসূচির আওতায় এসেছে। নতুন ইউনিয়নগুলোতে জরিপ এবং কমিটি গঠনের কাজ চলছে।

কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণ: মাঠপর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং প্রবীণদের সামাজিক সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৭৮টি ইউনিয়নে প্রবীণদেরকে নিয়ে ১,৩১৯টি গ্রাম কমিটি, ৬৯২টি ওয়ার্ড কমিটি এবং ৭৮টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের কর্মসূচি বিষয়ক ধারণা প্রদান, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন: কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ২৯টি ইউনিয়নে সামাজিক কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অসহায় প্রবীণদের ভরণ-পোষণ: শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসহায় ও নিঃস্ব প্রবীণদের মাসিক ৪,০০০ টাকা প্রদান করে নিজ আয়োজনে বা আগ্রহী পরিবারের সাথে পারিবারিক পরিবেশে রেখে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৩ জন অসহায় প্রবীণের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ সহায়তা: শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসহায় প্রবীণদের মাঝে এপ্রিল-জুন ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ৯৮০টি ছাতা, ১,২৫৬টি ওয়াকিং স্টিক, ৬৩১টি কমোড চেয়ার, ৪,০৮১টি কম্বল এবং ২,৯৫১টি চাদর বিতরণ করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা: মাসিক ৬০০ টাকা হারে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫,৯৪৮ জন অসচ্ছল প্রবীণকে প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

মৃতের সৎকারে সহায়তা: দরিদ্র ও নিঃস্ব প্রবীণগণের মৃত্যুর পর তাদের সৎকারের জন্য তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে কর্মসূচিভুক্ত ৯৫৪ জন প্রবীণের সৎকার বাবদ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ সম্মাননা: সমাজে বিভিন্ন ইতিবাচক অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৪৯২ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা এবং পিতা-মাতা ও বয়স্কদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১৮ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ: শারীরিকভাবে সক্ষম এবং উদ্যোগী প্রবীণদের জন্য কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ঋণ সহায়তা এবং আয়বর্ধনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১,২১০ জন প্রবীণকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

গবেষণা বিভাগ: বেদে জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার

গত ৫ জুন ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে 'Sustainable Livelihood and Inclusive Development of the Bedey Community in Savar Upazila' শীর্ষক বেইজ লাইন স্টাডির ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থাপনা প্রদান করেন ড. তাপস কুমার বিশ্বাস, পরিচালক (গবেষণা), পিকেএসএফ।

সেমিনারের শুরুতে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) বলেন, অতিদরিদ্র বেদে জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের পেশা, জীবনযাত্রা, শিক্ষা, বিনোদন, সামাজিক অবস্থান ও অন্যান্য সমস্যাবলী জানার জন্য এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এই গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষণা বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিছিয়েপড়া এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন এই বেদে জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বেদেদের জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণে সহায়ক হবে।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- বিগত ০৭-১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সহযোগী সংস্থা **গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)** এবং **ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)** কর্তৃক সমৃদ্ধি ও LIFT কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হাবড়া ইউনিয়নে LIFT কর্মসূচির আওতায় স্থাপিত কুচিয়ার ব্রিডিং খামার উদ্বোধন করেন এবং বিরামপুর উপজেলার পলিপ্রয়াগপুর ইউনিয়নে দলিত গ্রাম ও জোতবানী ইউনিয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী গ্রাম পরিদর্শন করেন।

তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় স্থাপিত **ইএসডিও**-এর লোকায়ন জাদুঘর পরিদর্শন, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ১০নং হরিরামপুর ইউনিয়নে একটি প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন এবং একজন উদ্যমী সদস্যের বাড়ি পরিদর্শন করেন। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়নের সুন্দরপুর গ্রামে সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগলের ব্রিডিং খামার ও সদস্য পর্যায়ে ছাগল পালন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি **জিবিকে**-এর ২৫ বছর পূর্তি এবং **ইএসডিও**-এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব এ কিউ এম গোলাম মাওলা তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

১৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সাভারে সহযোগী সংস্থা **পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি** ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলাধীন মুজিদপুর ইউনিয়নে সহযোগী সংস্থা **শক্তি ফাউন্ডেশন**-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি মজিদপুর ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত পটগান ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

তিনি বিগত ১০-১৩ মে ২০১৮ তারিখে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ**-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি এবং কুচিয়া'র কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত পাঁচগাঁও ও রাজনগর ইউনিয়ন এবং ব্র্যাক-এর 'সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি' পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ সদস্য ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

- ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বিগত ৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে কক্সবাজারস্থ সহযোগী সংস্থা **কোস্ট ট্রাস্ট** পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি সংস্থা কর্তৃক উখিয়া (কুতুপালং) রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম, PACE প্রকল্পের আওতায় নাজিরাটেক এলাকায় বিষমুক্ত শুটকি উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

তিনি বিগত ২৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামস্থ সহযোগী সংস্থা **ইপসা** পরিদর্শন করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত ফাউণ্ডেশনের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত
সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহী, স
হিসাব কর্মকর্তাগণের জন্য
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থি

বিগত ৪-৫ মে ২০১৮ তারি
কুষ্টিয়া ও **প্রত্যাশী,** চট্টগ্রাম
কর্তৃক আয়োজিত কর্মী স
অংশগ্রহণ করেন। এরপ
আয়োজিত প্রবীণ সমাবেশ
টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে অংশগ্র
ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপন
মোঃ ফজলুল কাদের তাঁর স

তিনি বিগত ১১-১২ মে
ফাউণ্ডেশনের **ঘাসফুল**-এর বি
তিনি সংস্থা আয়োজিত মেধ
অনুষ্ঠিত সোশ্যাল এ্যাডভোকে
ইউনিট-এর আওতায় বাল
সমাবেশে প্রধান অতিথি হি
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্র
অনুষ্ঠান ও PACE প্রকল্পের

বিগত ২১-২২ মে ২০১৮
সহযোগী সংস্থা **ইপসা** ও
পরিদর্শন করেন। এ সময়
ফাউণ্ডেশনের অর্থায়নে **আই**
মিনি গ্রীড ও ঔষধ বিতর
বাস্তবায়িত গভীর নলকূপ, ন

সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন ও প্রধান
আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালায়
ত ছিলেন।

খে তিনি সহযোগী সংস্থা **সেতু**,
পরিদর্শন করেন। এ সময় **সেতু**
ম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে
র সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী**
ও মাদ্রাসা ছাত্রদের ফুটবল
গ্রহণ করেন। পরিদর্শনকালে
া পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব
ফরসঙ্গী ছিলেন।

য় ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রামস্থ
বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।
খল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে
কসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন
্যবিবাহ প্রতিরোধে অভিভাবক
হিসেবে যোগদান করেন। এবং
মের আওতায় পুরস্কার বিতরণী
প্রদর্শনী প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেন।

৮ তারিখে তিনি কক্সবাজারস্থ
আইডিএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম
তিনি বালুখালি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে
ডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত সোলার
ন কার্যক্রম এবং **ইপসা** কর্তৃক
ল্যাট্রিন ও গোসলখানা সহযোগে

স্যানিটেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

- বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের সহযোগী সংস্থা **উদ্দীপন**-এর চাঁদপুর এলাকার স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এই সময় তিনি কালিপুর বাজার শাখার OBA Sanitation Microfinance Program প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন স্থানীয় উদ্যোক্তার দোকান পরিদর্শন করেন এবং তার সাথে ল্যাট্রিন নির্মাণ, ব্যবসার ধরন, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর **এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলাইজড পিপল** সংস্থার বাগানবাড়ি সমৃদ্ধি শাখা পরিদর্শন করেন এবং শাখার কর্মকর্তাদের সাথে ঋণ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন।

জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ১১ মে ২০১৮ তারিখে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** পরিচালিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হোয়ানক ইউনিয়ন প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। মহেশখালী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ হোসাইন ইব্রাহীম, হোয়ানক ইউনয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোস্তফা কামাল এবং **প্রত্যাশী**'র নির্বাহী পরিচালক মিজ মনোয়ারা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি প্রবীণ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোর প্রায় ২০০ জন নির্বাহী সদস্য ও সাধারণ সদস্য ছাড়াও ইউনিয়নের প্রবীণবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ০৫-০৭ মে ২০১৮ তারিখে সহযোগী সংস্থা **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি** এবং **শতফুল বাংলাদেশ** পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি LIFT কর্মসূচির আওতায় **প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ছাগল ও কুচিয়ার ব্রিডিং খামার এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও পাঠাগার উদ্বোধনসহ বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, LIFT কর্মসূচির আওতায় **শতফুল বাংলাদেশ** কর্তৃক

বাস্তবায়নাধীন ছাগল ও কুচিয়ার ব্রিডিং খামারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **সচেতন সোসাইটি** কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবন-যাপনের চিত্র খুব কাছ থেকে অবলোকন করেন।

- বিগত ১০ জুন ২০১৮ তারিখ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ ধামরাই উপজেলায় সহযোগী সংস্থা **সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এসডিআই)**-এর কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন। এ এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী এবং ডাকবক্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আসাদ আহমেদ।

উল্লেখ্য, ডাকবক্স দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রায় ২০০ জন কৃষকের মাধ্যমে Good Agricultural Practices (GAP) অনুসরণ করে বিভিন্ন নিরাপদ কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করে তা আঞ্চলিক ও জাতীয় বাজারে সরবরাহ করছে। প্রতিষ্ঠানটি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সদস্যদের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন নিরাপদ কৃষিজ পণ্য ভোক্তা পর্যায়ে পৌছানোর বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। পরিদর্শনে পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে সদস্যগণ কিভাবে বিষমুক্ত ও নিরাপদ সব্জি উৎপাদন করেন তা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং কৃষি বিপণন, নিরাপদ সব্জি উৎপাদন এবং ডাকবক্স-এর উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় কৃষকদের সাথে একটি আলোচনা সভা করা হয়।

PACE প্রকল্প

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপ-খাত উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় ২,৩২,০৬৪ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ সহায়তা পাচ্ছেন।

নতুন উপ-প্রকল্প: গত ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কমিটির ১৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইকো-ট্যুরিজম, উদ্যোক্তা পর্যায়ে কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থায় সৌর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিষয়ক তিনটি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

ই-প্ল্যাটফর্ম চালু: কোরিয়ান অনুদান তহবিলের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে ইন্টারনেটভিত্তিক বিপণন সহায়তা প্রদানে একটি ই-প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনলাইনে পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে 'সুপণ্য' নামের এই সার্ভিসের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের উদ্বোধন করেন।

মধ্যবর্তী পর্যায়ের পর্যালোচনা মিশন: ১১-২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর একটি মিশন প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যায়ের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। ১১ সদস্যের মিশনটি যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর জেলায় প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। ২৫ এপ্রিল ২০১৮ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে মিশনের সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালা: গত ৬ মে ২০১৮ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ক বার্ষিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় পিকেএসএফ ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ৮৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, ২১ মে ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। ৪০টি সহযোগী সংস্থার ৪০ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা সভা: ইফাদ-এর অর্থায়নে বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি সভা ১২ মে ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে ইফাদ-এর বিদায়ী কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার Mr Benoit Thierry-এর উপস্থিতিতে এই সভায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ইফাদের নবনিযুক্ত কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার Mr Omer Zafar সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত: ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমসহ প্রকল্পের ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ জোরদারকরণে একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ অনলাইন পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের ৫৮ জন কর্মকর্তার মাঝে অ্যানড্রয়েড ট্যাব সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রদর্শনী ও বিক্রয় ভবনের মাটি খনন কাজ শুরু

ঢাকার শ্যামলীতে পিকেএসএফ-এর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫ মে ২০১৮ তারিখে মাটি খনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে একটি Groundbreaking Ceremony ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনকর্ড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহরিয়ার কামাল।

উক্ত অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও জনাব গোলাম তৌহিদ এবং সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার প্রফেসর শফি আহমেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ - উজ্জীবিত প্রকল্প

পিকেএসএফ ৩৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে **খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ-উজ্জীবিত** প্রকল্পভুক্ত **ইউপিপি-উজ্জীবিত** কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ৩,২৫,০০০ অতিদরিদ্র এবং অসহায় পরিবারকে লক্ষ্যভুক্ত করেছে এবং বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ১৩,৬৫,০০০ অতিদরিদ্র ও অসহায় মানুষকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতিদরিদ্র মানুষের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১ লক্ষ সদস্যকে কৃষিজ প্রশিক্ষণ, ১৫,০০০ সদস্যকে অকৃষিজ প্রশিক্ষণ এবং ১,০০০ যুবককে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রকাশনা: পুস্তিকা প্রণয়নের জন্য প্রথম ধাপে ১৭টি সহযোগী সংস্থাকে প্রকল্প হতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশনাগুলোতে মূলত সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রকল্পের অর্জন ও অভিঘাত, শিক্ষণীয় বিষয়, কার্যক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

অবহিতকরণ কর্মশালা: প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নে প্রাপ্ত ফলাফল বিষয়ক একটি অবহিতকরণ কর্মশালা ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

প্রকল্পের টীমলিডার ও ফাউণ্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস)-এর পক্ষে ড. দ্বীজেন মল্লিক এবং তার দল প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন।

কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ), পিকেএসএফ; জনাব ম্যানফ্রেড ফার্ণহোলজ, প্রথম সচিব ও টিম লিডার, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন; এবং ড. মুস্তফা কে মুজেরী, নির্বাহী পরিচালক, আইএনএম।

SEIP প্রকল্প

পিকেএসএফ ২০১৫ সাল হতে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি ১৯টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৫১টি শাখার মাধ্যমে দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন ট্রেডে ৮,৩৯৮ জন পুরুষ এবং ১,৬১৩ জন নারী এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর: ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সাথে প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জালাল আহমেদ-এর উপস্থিতিতে জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, SEIP ও অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ এবং জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এতে স্বাক্ষর করেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকুরি প্রদান: জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩৭৯টি ব্যাচের আওতায় ৯,৩৫৭ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং ৬,৪১৮ জনকে ইতোমধ্যে চাকরিতে সংস্থান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৪০ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত রয়েছেন।

কর্মসংস্থান বিষয়ক সমাবেশ: ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান **শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি** কর্তৃক একটি কর্মসংস্থান বিষয়ক সভা আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় প্রশাসন ও প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের পাশাপাশি চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-এর প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা: এইচডিআরসি নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের শ্রম বাজারের চাহিদা নির্ণয়ের লক্ষ্যে ৮টি অগ্রাধিকার খাতকে প্রাধান্য দিয়ে স্কিল ডিমান্ড সার্ভে করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত ব্যক্তিদের উদ্যোগের গুণগতমান যাচাইয়ের লক্ষ্যে পৃথক একটি গবেষণা চলমান রয়েছে।

কর্মশালা: বিগত ৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জব প্লেসমেন্ট বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বিগত ৭ জুন ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আরেকটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশের পরিবেশগতভাবে টেকসই ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করার লক্ষ্যে **সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)** শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে পিকেএসএফ। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০,০০০ ক্ষুদ্রউদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। এ লক্ষ্যে, ১৬ মে ২০১৮ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রকল্পটির ঋণ এবং প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব কাজী শফিকুল আযম, সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প চুক্তিতে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাক্ষর করেন। উভয় চুক্তিতে বিশ্বব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কান্ট্রি ডিরেক্টর চিমিয়াও ফান। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্প

বর্তমানে ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় দেশের ৪৩টি জেলায় 'ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মে ২০১৮ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে মোট ১৬৪.৭৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে ১,৬৭,১৭৭টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ১,০০৯ জন স্থানীয় উদ্যোক্তার মাঝে ১০.৯২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মশালা: গত ৭-১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ চট্টগ্রামের হোটেল ওয়েল পার্ক-এ ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় 'মাঠ শিক্ষণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক-এর ৫৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে এই তিনটি সংস্থার শিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যাচাই করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার প্রথম দিনের ব্রিফিং সেশনে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার জনাব রোকেয়া আহমেদ ও প্রকল্পের ফোকাল পার্সন জনাব মোঃ আবদুল মতীন, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ। কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে সহযোগী সংস্থা **ইপসা**-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। কর্মশালার তৃতীয় দিনে প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং শিক্ষণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত **উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা** ২০১৫-এর আলোকে পিকেএসএফ-এ ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সমন্বয় করছেন। ইনোভেশন টীম-এর সদস্য পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ তারিকুল আলম বিগত ২-৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত **মেন্টরিং** প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। A2i কর্তৃক ২৮-৩০ মে ২০১৮ তারিখে তিন দিনব্যাপী কেআইবি-তে আয়োজিত **উদ্ভাবন প্রকল্প ডিজাইন** বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে **উদ্ভাবনী উদ্যোগে মেন্টরিং** বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পিকেএসএফ-এর ৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের নিমিত্ত পিকেএসএফ-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্য ২৪ এপ্রিল এবং উদ্ভাবনী ধারণার তথ্য ২০ মে ২০১৮ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, আগামী অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীগণের জন্য প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ শাখা থেকে এপ্রিল-জুন ২০১৮ সময়কালে মূলস্রোতের আওতায় ১৮টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থার ৩৮১ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণসমূহের মডিউলভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩	৩৩	৪০	আইএনএম
ঋণ কার্যক্রম এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	৪	৩৮	৪৩	আইএনএম
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা ব্যবস্থাপক)	৪	৩৬	৫০	আইএনএম
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ ব্যবস্থাপনা	৫	৩১	৪১	আইএনএম ও জিবিকে
Automation for Accounts and Information Management of MFIs	৪	৮৪	১২২	পিকেএসএফ
দারিদ্র্য দূরীকরণে দলীয় গতিশীলতা: সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা	৫	১৯	৪২	আইএনএম ও আরআরএফ
ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনা	৫	৭	২২	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৪	১৬	২১	পিকেএসএফ

দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণ সেবাকে আরও যুগোপযোগী করা ও সহযোগী সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট পেশাগত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগ জনবল ব্যবস্থাপনা, ভ্যাট ও ট্যাক্স, অনুপাত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, সফটওয়্যার-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও তদারকি, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ওরিয়েন্টেশন সেশন: Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) সাভার, ঢাকা-এর Advance Course on Administration & Development (ACAD)–এর ১২০তম ব্যাচের চলমান কোর্সের আওতাধীন উপ-সচিব পর্যায়ের ৩২ জন কর্মকর্তার জন্য পিকেএসএফ ভবনে ১১ জুন ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কিত অর্ধ-দিবসের একটি ওরিয়েন্টেশন সেশনের আয়োজন করা হয়।

সেখানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

এপ্রিল-জুন ২০১৮ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মোট ৬৫ জন কর্মকর্তা নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেন:

প্রশিক্ষণের বিষয়	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
AGORA National Training Workshop Bangladesh	এপ্রিল ০২-০৩, ২০১৮ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনফরমেশন, ট্রেইনিং এন্ড আউটরিচ সেন্টার ফর আফ্রিকা
'Mentoring' related workshop	এপ্রিল ০২-০৩, ২০১৮ বিআইসিএম অডিটোরিয়াম	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
Public Procurement	এপ্রিল ০৮-১২, ২০১৮ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
Training on 'Effective Teaching & Pedagogy'	এপ্রিল ১৭- মে ০৩, ২০১৮ ধানমন্ডি, ঢাকা	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
Training on 'Business/ Sector Policy Analysis and Advocacy'	মে ১৩-১৬, ২০১৮ পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্প
Training on 'Procurement Regulation'	মে ২৭-২৮, ২০১৮ বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়	বিশ্বব্যাংক
'উদ্ভাবন প্রকল্প ডিজাইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ	মে ২৮-৩০, ২০১৮ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ঢাকা	একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই)

বিদেশে প্রশিক্ষণ

এপ্রিল-জুন ২০১৮ ত্রৈমাসিকে পিকেএসএফ-এর ২৫ জন কর্মকর্তা বিদেশে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেন:

- বিগত ৯-১৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল চায়না ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইকোনোমিক এন্ড টেকনিক্যাল এক্সচেঞ্জ

(সিআইসিইটিই)-এর আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মনির হাসান এবং সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মুকুল মালাকার, জনাব ফজলে হোসাইন, জনাব মোহাম্মদ মুসা চৌধুরী ও জনাব মোঃ ইরফান হায়দার।

- সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব জিতেন্দ্র কুমার রায় ও প্রোগ্রাম অফিসার (SEIP) জনাব শেখ কামরান হাসান ১৫-২৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-এডুকেশন সার্ভিসেস (আইটিইএস) আয়োজিত Overseas Pedagogy Training for Bangladeshi TVET Trainers (2nd Phase) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সিঙ্গাপুর সফর করেন।
- ১৭-২০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ফাউন্ডেশনের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ ভিয়েতনামে Green Climate Fund Structured Dialogue with Asia শীর্ষক মতবিনিময় কর্মশালায় অংশ নেন।
- ০৭-১১ মে ২০১৮ তারিখে ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইআইটি)-এর আমন্ত্রণে এক্সপোজার ভিজিটে থাইল্যান্ড সফর করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক জনাব উম্মে কুলসুম ও জনাব কামরুন্নাহার, সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ও জনাব আকমল উদ্দিন এবং PACE প্রকল্পের ভ্যালুচেইন স্পেশালিস্ট ড. এস এম ফারুক-উল-আলম, জনাব মোঃ রাফিজুল ইসলাম মন্ডল ও ডা. এস এম নিয়াজ মাহমুদ।
- ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বিগত ২৯ মে-০১ জুন ২০১৮ তারিখে Green Climate Fund Empowering Direct Access শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন।
- ১৭-৩০ জুন ২০১৮ তারিখে ফাউন্ডেশনের SEIP প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার জনাব জুয়েল আহমেদ সরকার Overseas Pedagogy Training for Bangladeshi TVET Trainers (2nd Phase) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আইটিইএস-এর আমন্ত্রণে সিঙ্গাপুর সফর করেন।
- ১৮-২১ জুন ২০১৮ তারিখে ফাউন্ডেশনের PACE প্রকল্পের মনিটরিং, ইভ্যালুয়েশন এ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি)-এর আমন্ত্রণে ভারতের নয়াদিল্লী Monitoring and Evaluation Training-এ অংশগ্রহণ করেন।
- ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, মহাব্যবস্থাপক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব এম এ মতিন বিগত ২২-২৪ জুন ২০১৮ তারিখে চায়না এসোসিয়েশন অব মাইক্রোফাইন্যান্স (সিএএম)-এর আমন্ত্রণে এক শিক্ষা সফরে চীন ভ্রমণ করেন।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ১৫.১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩৭৫ জন সদস্য নতুন গৃহ নির্মাণ, গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ মোট ১০.২০ কোটি টাকা ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

গত ২-১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল কর্তৃক ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন সম্পন্ন হয়েছে। মিশনে কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

এছাড়া, ৬-১৫ মে ২০১৮ তারিখে বিশ্বব্যাংকের ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল টেকনিক্যাল মিশন সম্পন্ন করেছে। এই মিশনে প্রকল্পের প্রকৌশলগত বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন-এর চাহিদা মোতাবেক ‘পার্ট-৩: শেল্টার সাপোর্ট এন্ড ল্যান্ডিং’-এর আওতায় আবাসন ঋণ কার্যক্রমের ওপর বিগত ২৭ মে ২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ শহরস্থ জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের (জাগৃক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমসি প্রকল্প কার্যালয়ে পিকেএসএফ কর্তৃক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জাগৃক, আইএমসি, এনডিপি এবং কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)-এর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, গত ১০ জুন ২০১৮ তারিখে আইএমসি প্রকল্প অফিসে বিশ্বব্যাংক, জাগৃক, পিকেএসএফ, এনডিপি এবং আইএমসি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২৫৭৪২.২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩০৩২৯২.২৫ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.২৭ ভাগ। নিচে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	২১৫৭১.০০	৩৩৫৫.০৮
জাগরণ	১২১৯২৯.৭৯	১৯৭১৬.৪৯
অগ্রসর	৫১৭৮৩.২০	১৪৬৭৪.২৩
সাহস	৯৯৬.২০	২৯০.০০
সুফলন	৭৮৪৭৪.৭০	৬৪৯২.৯০
কেজিএফ	৬৬৩২.০০	৮৪৪.০০
সমৃদ্ধি	৩৫৯৫.৬৩	২০৬১.১১
এসডিএল	২৯৫.০০	২৬৬.০০
লিফ্ট	১১১০.৬৪	৪৭২.৭৯
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৩০.৭৩	১৩.৭৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**২৮৯৩১৮.৮৮**	**৪৮১৮৬.৩৩**
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৭৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১৪১.০০	১৩৯.৫৫
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৭০১.৩২	২৮.০০
মোট (প্রকল্পসমূহ)	১৩৯৭৩.৩৭	৩৬৪.৭৫
সর্বমোট	**৩০৩২৯২.২৫**	**৪৮৫৫১.০৮**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (জুলাই ২০১৬–মার্চ ২০১৭) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (জুলাই ২০১৭–মার্চ ২০১৮) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৭৩৬২.৭০	৭৮৬৩.২০
অগ্রসর	৫৬৩০.৯০	৬৩২২.০০
বুনিয়াদ	১৭৫১.৮০	১৮১৭.৫০
সুফলন	৭২০০.৯০	৭২৯৪.৩০
সাহস	৭৪.০০	৮৭.০০
স্যানিটেশন	১১০.০০	১১৫.০০
কেজিএফ	১০৯৯.৫০	৯৫২.০০
লিফট	৩৬.৫৭	২৫৮.৫৪
সমৃদ্ধি	৭৭৫.৩০	৯১৩.৭০
পেইজ-প্রারম্ভিক পুঁজি	০.০০	০.০০
এসএল–এমই	০.০০	১০.০০
এলআইসিএইচএসপি	০.০০	১০৯.০০
মোট	**২৪০৪১.৬৭**	**২৫৭৪২.২৪**

সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৩৩৭.৪২ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ২৯৫০.৫৬ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬৬ শতাংশ। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৪৮.৬৫ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১০.৩৮ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৯৮ জনই মহিলা।

Component-wise Loan Disbursement in FY 2016-17 (Million BDT): Up to March 2017

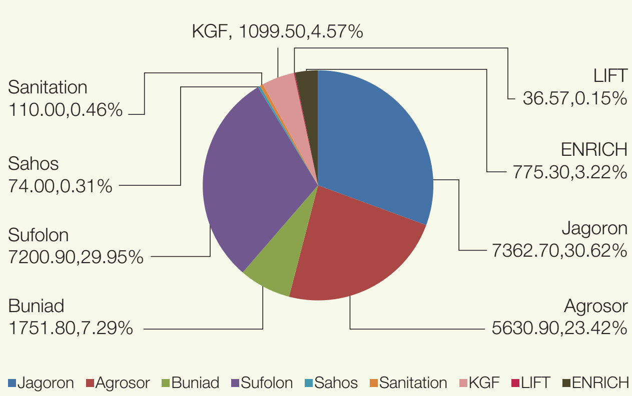

Component-wise Loan Disbursement in FY 2017-18 (Million BDT): Up to March 2018

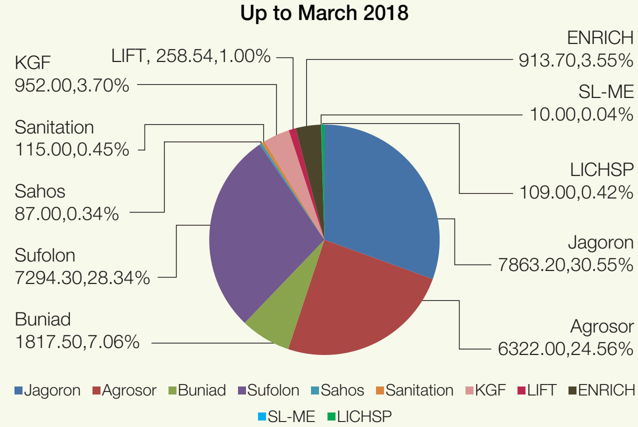

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : **জনাব মোঃ আবদুল করিম**
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : **অধ্যাপক শফি আহমেদ**

সদস্য : **সুহাস শংকর চৌধুরী**
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

‘বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই’

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও কার্যকর কৌশল গ্রহণের আহ্বান নিয়ে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে **বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ** শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য জনাব নাসরীন আহমাদ এবং সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

জনাব আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আমাদের দেশে শৈশব থেকেই ছেলে ও মেয়ে শিশুদের মধ্যে অযাচিত দূরত্ব সৃষ্টি করার যে প্রবণতা রয়েছে, তা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বিকাশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকার থেকে শুরু করে মসজিদের ইমাম পর্যন্ত সকলের সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক বলে মন্তব্য করেন তিনি। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেহের জন্য সুষম খাদ্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি আমাদের সকলের অগ্রগতির জন্য সুষম সমাজ ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীদের সমানভাবে কাজ করতে হবে, বলেন বিশেষ অতিথি অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ। গ্রাম-গঞ্জে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং নারীদের অসম্মান করে কথা না বলার বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদানের আহ্বানও জানান তিনি।

সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাল্যবিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করায় মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। বাল্যবিবাহ নিরোধে প্রণীত আইনে যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে বিষয়ে সকলের সোচ্চার হওয়া উচিত এবং সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে না উঠলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় মসজিদের ইমাম ও স্কুল শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

সেমিনারে বাল্যবিবাহ রোধে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) জনাব গোলাম তৌহিদ। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পিকেএসএফ বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি, ইউনিয়ন পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমভুক্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, নারী সদস্য, মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ইমাম ও কিশোরী ক্লাবের কয়েকজন সদস্য সেমিনারে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সহযোগী সংস্থাসমূহের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জনাব মহসিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন।

টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হোসনে আরা বেগমকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে, মাঠ পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের সফল কাহিনি সম্বলিত **হোক স্বপ্নের জয়** শীর্ষক পুস্তিকার মোড়ক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্বলিত ফেস্টুন উন্মোচন করা হয়।